সাংখ্য-বাণী

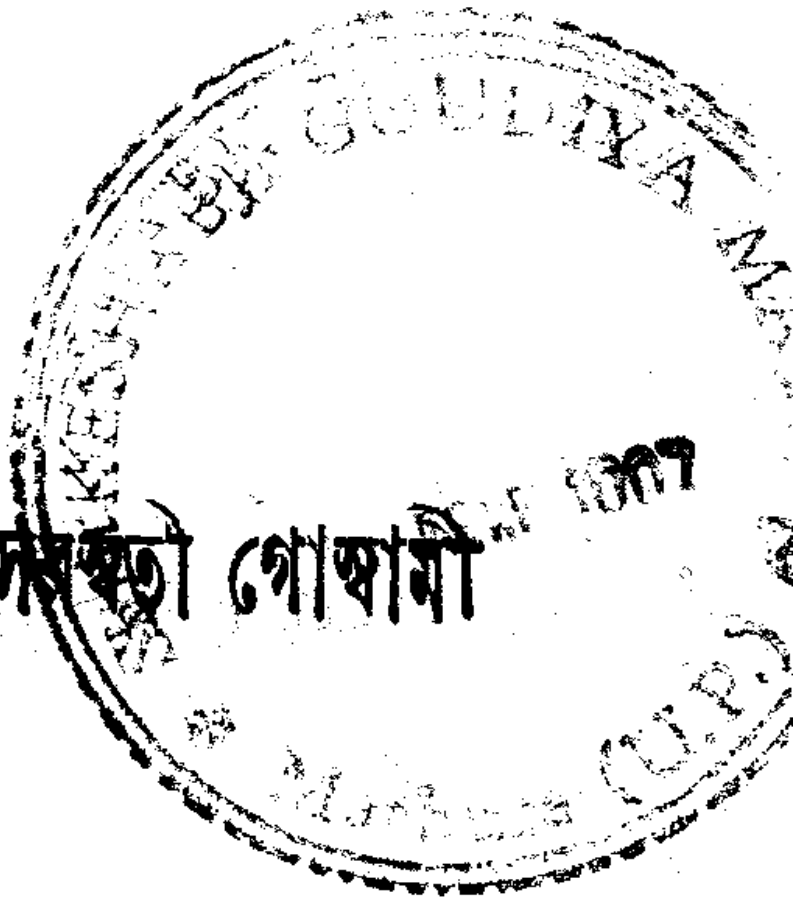

ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী

ড়ীয় বেদান্ত সমিতি
াড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া

সাংখ্য-বাণী

জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-

সম্পাদিতা

KESHABJI GOUDIYA MATH
Math (U.P.)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)

ভিক্ষা—'১৯ নঃ পঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত গ্রন্থ-তালিকা ঃ—

১। জৈবধর্ম্ম (১ম ও ২য় খণ্ড)—২·৫০ নঃ পঃ

২। প্রেম-প্রদীপ (পারমার্থিক উপন্যাস)—১·৫০ নঃ পঃ

৩। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী—১·৫০ নঃপঃ

৪। শরণাগতি (যামুন-ভাবাবলীসহ)—·৫০ নঃ পঃ

৫। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ—·২৫ নঃ পঃ

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা—১·৫০ নঃ পঃ

৭। বিজন গ্রাম ও সন্ন্যাসী (গীতিকাব্য)—১·০০ টাকা

৮। Shri Chaitanya Mahaprabhu— 75 N. P.

৯। সাংখ্য-বাণী—·১৯ নঃ পঃ

১০। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ (১ম ও ২য় খণ্ড) ১·৭৫ নঃ পঃ

১১। শ্রীরূপানুগ-ভজন সম্পৎ—·৬২ নঃ পঃ

১২। শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্—·৫০ নঃ পঃ

১৩। শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ—·১২ নঃ পঃ

১৪। শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা (মাসিক)—বার্ষিক ৫·০০ টাকা

১৫। শ্রীভাগবত-পত্রিকা (হিন্দী)—বার্ষিক ৪·০০ টাকা

১৬। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা—১·০০ টাকা

সংখ্যাদ্বারা দার্শনিক শিক্ষা

জগদ্‌গুরু পরমহংস-চূড়ামণি প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামিকুল-বরেণ্য অনুমান ৩৪ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রবর্ত্তিত সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়'-পত্রিকার ৮ম খণ্ড, ৩০শ সংখ্যায় **"সাংখ্য-বাণী"**-শীর্ষক একটি মৌলিক প্রবন্ধ তত্ত্ববিৎ বৈষ্ণবগণের জন্য প্রকাশ করেন। উক্ত প্রবন্ধ পরে ক্ষুদ্র গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান এই "সাংখ্য বাণী" গ্রন্থখানি তাহারই পুনরাবৃত্তি।

শ্রীল প্রভুপাদের এই প্রকার অভিনব সংখ্যা-গত তত্ত্বের সঙ্কলন বৈষ্ণব-জগতে এক নূতন আবিষ্কার। তিনি ভারতীয় গণিত-জ্যোতিষের সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধি-নায়ক ছিলেন। গাণিতিক বিচার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আমরা '১' বলিয়া একটী সংখ্যা লক্ষ্য করিয়া থাকি। এই সংখ্যাগত '১'-এর মৌলিকত্ব অনুসন্ধান করিলে ইহা গণিতশাস্ত্রবিদ্‌গণের 'কাল্পনিক অর্থ' বলিয়াই প্রতীত হইয়া থাকে, অর্থাৎ যে-বস্তু বা সংখ্যার উদ্ভবের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহাকেই মানস-রাজ্যের

'কাল্পনিক' পদার্থ বলা হয়। পৃথিবীতে '১' বলিয়া কোন বস্তু নাই, তথাপি '১' সংখ্যাই গণিত-শাস্ত্রের আদি সংখ্যা এবং '১' হইতে সমস্ত উন্নত সংখ্যা-সমষ্টির উদ্ভব হইয়াছে —ইহা গণিত-শাস্ত্রের মত। কেহ কেহ '০' শূন্যকেও গণিতশাস্ত্রের আদি সংখ্যা বলিয়া বিচার করিয়া বৌদ্ধ পদাবলেহী হইয়া পড়িয়াছেন। বস্তুতঃ '১'-এর ধারণা কি, তাহা অনুসন্ধিৎসার বিষয়।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন,—"Diversity in unity" অর্থাৎ একত্বের চিন্তায় বৈশিষ্ট্যের বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং নির্ব্বিশেষ '১' কোন বস্তু নহে। যে-বস্তুর মৌলিকত্ব কাল্পনিক বা শূন্য, তাহা হইতে বাস্তবের আবির্ভাব অলীক ও অসম্ভব। কেহ কেহ মনে করেন, "অসতঃ সদজায়ত" এই বেদবাণী তাহাদিগকে আপাততঃ সমর্থন করে; কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে উপনিষদের উক্ত অংশ দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, উহা বেদের পূর্ব্বপক্ষস্বরূপে গৃহীত হইয়া তৎপরক্ষণেই উহা খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন,—"সতঃ

সদজায়ত"। পূর্ব্বোক্ত বাক্য সিদ্ধান্তপক্ষে গ্রহণ করিলেও অসৎ-বস্তু হইতে সত্তার উৎপত্তি কিরূপভাবে সম্ভবপর হয়, বৈজ্ঞানিক জগৎ তাহা সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। বৈদান্তিককুল-চূড়ামণি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুও বিচারের দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন যে, 'অসৎ'-শব্দের দ্বারা প্রত্যক্ষ আকার-রহিত অনবস্থা বুঝাইলেও বস্তুসত্তা প্রকাশের সত্তা (Potencies) তাহার অন্তর্নিহিত ব্যাপার। সুতরাং 'অসৎ'-শব্দ ব্যবহার করিলেও প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহা আত্যন্তিক অসৎ নহে। বস্তুতঃ বাহ্যদৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ অসৎ বলিয়া প্রতীত হইলেও উহা প্রকৃত বা বাস্তব বা আত্যন্তিক 'সৎ' অর্থাৎ 'অসৎ' নহে।

গণিতশাস্ত্রে '১' হইতে '১০'-এর অঙ্কই সর্ব্বপ্রধান। ইহার Permutation-combination অর্থাৎ আনুলোমিক ও প্রাতিলোমিক ক্রিয়া-প্রভাবে ভারতীয় গণিতশাস্ত্র যে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যা নিরূপণ করিয়াছেন, পৃথিবীর কোন দেশই তাহার নিকটে পৌঁছিতে পারে নাই।

এ বিষয়ে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গাণিতিক বিকাশ আর্য্য-ঋষিগণের মধ্যেই সর্ব্বতোভাবে অধিক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে।

মদীয় গুরুপাদপদ্ম গণিত-জগতের সর্ব্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গণিতের সাংখ্যবিচারের তুলনায় দর্শন-শাস্ত্রের সাংখ্য-তত্ত্বের (২৪) চতুর্ব্বিংশতি পদার্থ সসীম কলার অন্তর্জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ অর্থাৎ গাণিতিক মৌলিক ১ হইতে ১০ সংখ্যার আনুলোমিক ও প্রাতি-লোমিক ক্রিয়াগত সংখ্যার অত্যন্ত নিম্নতম সংখ্যায় অবস্থিত। কপিলের সাংখ্য সীমাবদ্ধ প্রাকৃত বিশ্বেই আবদ্ধ।

নিরীশ্বর-সাংখ্য সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষিত। তাহারা প্রকৃতিতে সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব আরোপ করিতে গিয়া পুরুষকে নিষ্ক্রিয়, কেবল একটী শব্দমাত্ররূপে ও সংখ্যা-পূরণের জন্য স্বীকার করিয়াছেন। তজ্জন্য সাংখ্য-দর্শনে চতুর্ব্বিংশতি প্রাকৃত তত্ত্বস্থলে পঞ্চবিংশতি-তত্ত্বসংখ্যার বিচারাভিনয় করিয়াছেন। বস্তুতঃ এক হইতে চব্বিশ সংখ্যা গ্রহণ

করিয়াও পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে ইহা বৌদ্ধযুগীয় '০' শূন্যস্বরূপ পুরুষ-সংখ্যাই গৃহীত হইয়াছে অর্থাৎ পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্বটীকে 'পুরুষ' এই আখ্যার দ্বারা নিরূপিত করিলেও তাহা নিষ্ক্রিয়-বিধায় '০' শূন্যেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। সুতরাং নিরীশ্বর কপিলের সংখ্যা '০' শূন্যে বিলীন হইয়াছে। তিনি বলেন,—প্রকৃতির অন্তর্গত তত্ত্বসংখ্যার বিচারের দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি হইলে সমুদয় দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং তাহাই মোক্ষ। প্রকৃত প্রস্তাবে দুঃখনিবৃত্তি ও সুখ-প্রাপ্তি এক কথা নহে। এইজন্য বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ, শ্রীমদ্ভাগবত, পুরাণ, ইতিহাসাদি সকল শাস্ত্রই ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন,—প্রাকৃতজ্ঞানে অপ্রাকৃত মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই। পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গযোগেও পরব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। কারণ এই যোগদর্শন ঈশ্বর স্বীকার করিলেও নিরীশ্বর সাংখ্যযোগেরই প্রতীক। সুতরাং সাংখ্যের সংখ্যাগত বিচারের হেয়ত্ব ও সদোষত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদ এই "সাংখ্য-বাণী"রূপ অপ্রাকৃত দার্শনিকতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া জগতে যুগান্তর

আনয়ন করিয়াছেন। এই "সাংখ্য-বাণী" আলোচনা করিলে প্রকৃতই মোক্ষলাভ করিয়া ভগবানের সাক্ষাৎ-সেবালাভ করিয়া নিত্যসুখপ্রাপ্তি হইবে; ইহারই অপর নাম পরমমোক্ষ। পাঠকবর্গ ইহা ধীরভাবে আলোচনা করিলে ইহার অতিমর্ত্ত্যত্ব অনুভব করিতে পারিবেন।

গণিতশাস্ত্রের অলৌকিক, অস্বাভাবিক ও কাল্পনিক একত্বের ধারণা এবং পারমার্থিক ধর্ম্ম-তত্ত্বের একত্বের ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক। দার্শনিক একত্ব নির্ব্বৈশিষ্ট্য নহে—ইহা পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি। মদীয় গুরুপাদপদ্ম শ্রীল প্রভুপাদ **"সাংখ্য-বাণী"**র প্রথমেই ১ (এক) বলিতে কি বুঝায়, তাহা পারমার্থিক একতত্ত্বের অপ্রাকৃত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই বৈদিক-মন্ত্রের একায়নশাখীগণের পক্ষে যাহা এক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাহা সর্ব্বপ্রথমেই মঙ্গলাচরণ, ভূমিকা বা গ্রন্থ-প্রারম্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে। পাঠকগণ এই গ্রন্থখানি যত্নের সহিত পাঠ করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিলে বহুবিধ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। অলমতিবিস্তরেণ। ১৯শে ফাল্গুন, ১৩৭০; ইং ৩।৩।৬৪

—শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব

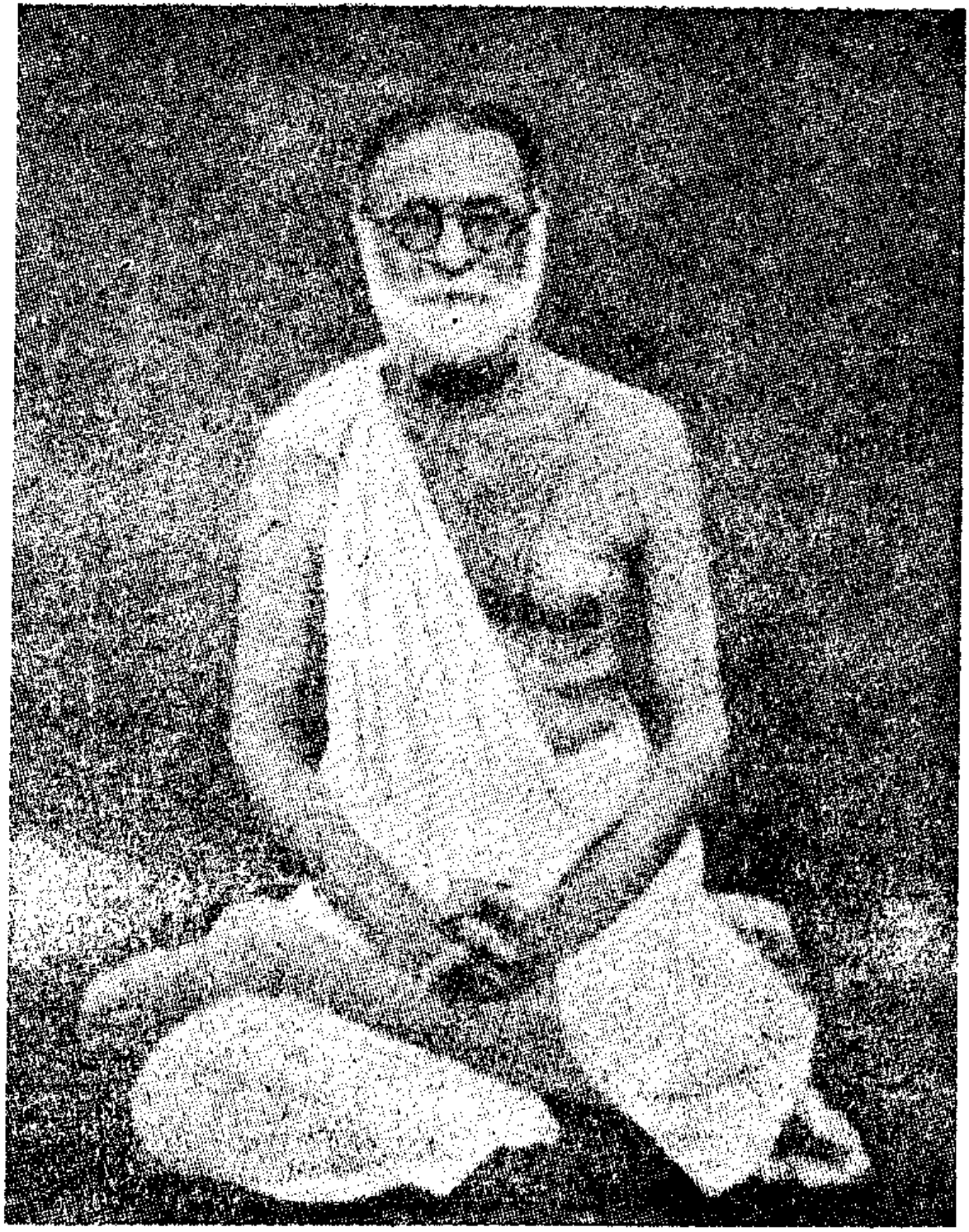

পরমহংসকুল-চূড়ামণি জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ

১০৮শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সাংখ্য-বাণী

এক

কৃষ্ণতত্ত্ববিত্তম দীক্ষাগুরু ; পরমোদারবিগ্রহ গৌরসুন্দর ; অদ্বয়জ্ঞান পরতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন ; পরাশক্তি রাধিকা ; প্রিয়তম ধাম শ্রীরাধাকুণ্ড ; স্বতঃপ্রমাণশিরোমণি শ্রুতিশাস্ত্র ; সবিলাস ব্রহ্ম-সূত্রভাষ্য পুরাণ সম্রাট্—শ্রীমদ্‌ভাগবত ; পরম সম্বন্ধ—কৃষ্ণ ; পরম অভিধেয় বা উপায়—কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনাশ্রিতা একা কৃষ্ণভক্তি ; পরম প্রয়োজন বা পুরুষার্থ—কৃষ্ণপ্রেমা ; নিত্য বাস্তব-সত্য গৌরকৃষ্ণ ; এক পথ বা ধর্ম্ম—ভাগবতধর্ম্ম ; মুলবেদস্কন্ধ—একায়ন।

ত্যাজ্য—এক বৈষ্ণববিরোধি-সঙ্গ।

দুই

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু ; প্রভু ও বিভু। শ্রীগৌর ও শ্রীনিত্যানন্দ বা শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম ; আশ্রয় ও ও বিষয়-বিগ্রহ চিল্লীলা-মিথুন শ্রীরাধা-কৃষ্ণ বা গদাই-গৌর ; বৈকুণ্ঠ ও গোলোকধাম ; ঈশ্বর ও জীব ; সিদ্ধ ও সাধক ভক্ত ; বৈধা ও রাগানুগা ভক্তি ; সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার।

পরস্পর বিপরীত—কাম ও প্রেম ; দৈবী ও আসুরী সৃষ্টি, অনুকরণ ও অনুসরণ ; শুদ্ধা ও বিদ্ধা ভক্তি ; যুক্ত ও ফল্গুবৈরাগ্য ; বদ্ধ ও মুক্ত ; ভক্তি-গতি ও ভক্তিস্তম্ভ ; অপ্রাকৃত সাহজিক ও প্রাকৃত সাহজিক ; চিদ্রস ও জড়রস ; চিদ্‌বিলাস ও জড়বিলাস ; বিলাস ও বিরাগ ; পরমার্থ ও অর্থ ; বিদ্যা ও অবিদ্যা ; অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা ; মায়াতীত

কৃষ্ণ ও মায়া ; সেবা ও ভোগ ; সেব্য ও ভোগ্য ; নাম ও নামাপরাধ ; ধাম-সেবা ও ধামাপরাধ।

ত্যাজ্য—পাপ ও পুণ্য ; কর্ম্ম ও জ্ঞান বা ভোগ ও ত্যাগ বা ভুক্তি ও মুক্তি ; স্বর্গ ও নরক ; স্ত্রী-সঙ্গী ও কৃষ্ণাভক্ত।

তিন

সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিগ্রহ আশ্রয়-ত্রয়—গৌরকিশোর-বাণী-বিনোদ ; সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনের অধিদেবতা বিষয়-বিগ্রহের মূর্ত্তিত্রয়—গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহন—গৌড়ীয়ের তিন ঠাকুর ; নিতাই, গৌর ও অদ্বৈত ; কারণার্ণব-শায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী—পুরুষা-বতার ; ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ ; শ্রী, ভূ ও নীলা ; হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ ; অন্তরঙ্গা,

বহিরঙ্গা ও তটস্থা বা স্বরূপশক্তি, মায়াশক্তি ও জীবশক্তি ; হরি, গুরু ও বৈষ্ণব ; বৈকুণ্ঠ, গোলোক ও শ্বেতদ্বীপ ; দ্বারকা, মথুরা ও বৃন্দাবন ; ক্ষেত্র-মণ্ডল, গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল ; ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য ; সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি ; সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা রতি ; হরিভজনে কায়, মন ও বাক্যের দমনরূপ ত্রিদণ্ড ; ঋক্, সাম ও যজুঃ—ত্রয়ী ; গৌরাবতারের তিন কারণ বা বাঞ্ছা ; গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী ; ভার্গব রাম, রাঘব রাম ও রৌহিণেয় রাম ; সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ; জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গ ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ; শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ্য জন্ম।

ত্যাজ্য—কর্ম্ম, নির্ভেদজ্ঞান ও অষ্টাঙ্গযোগ ; ভোগ্য কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা ; পাপ, পাপ-

বীজ ও অবিদ্যা—ক্লেশ ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—তাপ ; ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—ত্রিবর্গ।

চার

বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—চতুর্ব্যূহ ; স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান ; শুক্ল, রক্ত, শ্যাম, কৃষ্ণ বা পীতবর্ণ—চতুর্যুগাবতার ; শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম—চতুরস্ত্র ; সর্ব্বলোকচমৎকারি-লীলাকল্লোল-বারিধি, অতুল্য প্রেমশোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডল, ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীগীতগানকারী ও অসমোর্দ্ধ সৌন্দর্য্যশালী কৃষ্ণ ; ঐশ্বর্য্যমাধুরী, ক্রীড়ামাধুরী, বেণুমাধুরী ও শ্রীবিগ্রহমাধুরী ; শ্রী, ব্রহ্মা, রুদ্র ও সনক—চতুঃসৎসম্প্রদায় ; রামানুজ, মধ্ব, বিষ্ণুস্বামী ও নিম্বাদিত্য—সৎসম্প্র-

দায়াচার্য্য-চতুষ্টয় ; সনক, সনন্দন, সনৎকুমার ও সনাতন—চতুঃসন ; পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস—বিপ্রলম্ভ ; সংক্ষিপ্ত, সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্—সম্ভোগ ; বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী—সামগ্রী ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—বর্ণ ; ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—আশ্রম ; ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব—বেদ ; ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ ; চর্ব্ব, চূষ্য, লেহ্য ও পেয়—শ্রীভগবৎ প্রসাদ।

ত্যাজ্য—অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ—অভক্তিমার্গ ; আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—সুকৃতি ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—কপটতা।

পাঁচ

নিতাই, গৌর, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাসাদি—পঞ্চতত্ত্ব ; যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব

—পঞ্চপাণ্ডব ; স্বস্বরূপ, পরস্বরূপ, পুরুষার্থস্বরূপ, উপায়স্বরূপ ও বিরোধিস্বরূপ—অর্থপঞ্চক ; নিত্য, মুক্ত, বদ্ধ, কেবল ও মুমুক্ষু—স্বস্বরূপ ; পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা—পরস্বরূপ ; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, আত্মানুভব ও ভগবদনুভব—পুরুষার্থ-স্বরূপ ; কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি, প্রপত্তি ও আচার্য্যা-ভিমান—উপায়স্বরূপ ; তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—সংস্কার ; বৈষয়িকজ্ঞান, যৌগিকজ্ঞান, জন্মমৃত্যুজরাপহজ্ঞান, মুক্তিপ্রদজ্ঞান ও কৃষ্ণভক্তি-প্রদজ্ঞান—পঞ্চজ্ঞান বা পঞ্চরাত্র , সাধুসঙ্গ, নাম-কীর্ত্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রীমূর্ত্তিসেবা—শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ ; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও ও মধুর—রতি ; শ্রবণ, বরণ, স্মরণ, আপন ও সম্পত্তি—দশা ; রুদ্রের পঞ্চমুখ ; ঈশ্বর, জীব,

প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—তত্ত্ব বা পদার্থ ; সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত—পুরাণ-লক্ষণ ; দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময় ও গোমূত্র—পঞ্চগব্য ; দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু ও চিনি—পঞ্চামৃত ; গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য—উপচার।

ত্যাজ্য—স্বরূপবিরোধী, পরতত্ত্ববিরোধী, পুরুষার্থ বিরোধী, উপায়বিরোধী ও প্রাপ্যবিরোধী—বিরোধিস্বরূপ ; সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য—মুক্তি ; স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-বিচারে সূর্য্য, গণেশ, শক্তি, রুদ্র, ও কর্ম্মফলবাধ্য কাল্পনিক বিষ্ণুর উপাসনা বা পঞ্চোপাসনা ; অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—ক্লেশ ; মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—পঞ্চ 'ম' কার ; বিষ্ণুবহির্ম্মুখ স্বাধ্যায়, অগ্নিহোত্র, পিতৃতর্পণ, ভূতবলি

ও অতিথিপূজা—মহাযজ্ঞ ; ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, গুরুতল্প-গমন ও তত্তৎপাপাসক্ত জনসঙ্গ ; চুল্লী, পেষণী, সম্মার্জ্জনী, কণ্ডনী ও উদকুম্ভ—পঞ্চ-সূনা ; দ্যূত, পান, স্ত্রী, সূনা ও সুবর্ণ ; অনৃত, মদ, কাম, রজঃ ও বৈর—কলির স্থান।

ছয়

গুরু, কৃষ্ণ, ভক্ত. অবতার, প্রকাশ ও শক্তি—তত্ত্ব ; শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীভট্ট রঘুনাথ, শ্রীদাস রঘুনাথ, শ্রীগোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব—গোস্বামী ; শ্রীবাস, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীশ্যামদাস, শ্রীশ্রীদাস, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীরামচরণ—ছয় চক্রবর্ত্তী ; পুরুষা-বতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার ও শক্ত্যাবেশাবতার—ষড়্‌বিধ অবতার ; দান, প্রতিগ্রহ, গুহ্যভাষণ, গুহ্যপৃচ্ছা, ভোজন

ও প্রতিভোজন—সঙ্গ ; উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন, অসৎসঙ্গত্যাগ ও সাধুবৃত্তি—ভক্ত্যনুকূল ক্রিয়া ; অনুকূল-বিষয়-সঙ্কল্প, প্রতিকূলবিষয়-বর্জ্জন, কৃষ্ণ রক্ষা করিবেন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস, কৃষ্ণকে গোপ্তৃত্বে বরণ, আত্মনিক্ষেপ ও কার্পণ্য—শরণাগতি ; বাল্য পৌগণ্ড্য, প্রাভব, বৈভব, অংশ, শক্ত্যাবেশ—কৃষ্ণের বিলাস ; ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান, ও বৈরাগ্য—ভগ ; উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতাফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি—শাস্ত্র-তাৎপর্য্য-নির্ণয়লিঙ্গ ; ষড়ক্ষর মন্ত্র ; শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষ—বেদাঙ্গ।

ত্যাজ্য—বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ, ও উপস্থবেগ ; অত্যাহার,

প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—ভক্তি-প্রতিকূল ক্রিয়া ; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য—রিপু ; অভক্তিপর কণাদের বৈশেষিক, গৌতমের ন্যায়, নিরীশ্বর কপিলের সাংখ্য, পতঞ্জলির যোগ, জৈমিনীর পূর্ব্ব মীমাংসা ও নির্ব্বিশেষপর উত্তর মীমাংসা—দর্শন।

সাত

শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি—সাধন-ভক্তির ক্রম ; অযোধ্যা, মথুরা, মায়াপুর, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী ও দ্বারকা—মোক্ষদায়িকা পুরী ; সাত প্রহরিয়া ভাব ; মহাপ্রভুর সপ্তসম্প্রদায়সংকীর্ত্তন ; পরীক্ষিৎ মহারাজের সাপ্তাহিক ভাগবত-পারায়ণ ; বাল্মীকির সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ; মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য,

পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ—সপ্তর্ষি ; জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর—দ্বীপ ; লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পিঃ, দধি, দুগ্ধ ও জল—সমুদ্র ; ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিখাদ—স্বর ; গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতি, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী—ছন্দঃ।

ত্যাজ্য—অতল, বিতল, তল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল—হরিবিমুখ, অবরলোক ; ভূঃ, ভুবঃ, স্বর্, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য—**হরিবিমুখ** ঊর্দ্ধলোক।

আট

গুর্ব্বষ্টক ; শিক্ষাষ্টক ; নামাষ্টক ; চৈতন্যাষ্টক ; কৃষ্ণের নেত্রদ্বয়, নাভি, বদন, কর ও চরণদ্বয়—অষ্টপদ্ম ; পদ, হস্ত, জানু, বক্ষ, বুদ্ধি, মস্তক,

বাক্য ও দৃষ্টি-দ্বারা অষ্টাঙ্গ প্রণাম ; অষ্টপদী গীত-গোবিন্দ ; অষ্টভুজ নারায়ণ ; শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ, দাস রঘুনাথ, গোপাল ভট্ট, শ্রীজীব, লোকনাথ ও ভূগর্ভ—অষ্ট গোস্বামী ; রামচন্দ্র, গোবিন্দ, কর্ণপুর, নৃসিংহ, ভগবান্, বল্লভদাস, গোকুল ও গোপীরমণ—অষ্ট কবিরাজ ; ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুরেখা, রঙ্গদেবী ও সুদেবী—অষ্ট সখী ; রূপমঞ্জরী, লবঙ্গমঞ্জরী, রসমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী, গুণমঞ্জরী, বিলাস-মঞ্জরী, মঞ্জুলালী মঞ্জরী ও প্রেম-মঞ্জরী—অষ্টমঞ্জরী ; নিশান্ত, প্রাতঃ, পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ, সায়ং, প্রদোষ ও রাত্রিকালীয় অষ্ট যামভজন ; শ্রদ্ধা, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব, প্রেমবিপ্র-লম্ভ, প্রেমভজন-সম্ভোগ ; শৈলী, দারুময়ী, লৌহী,

লেপ্যা, লেখ্যা, সৈকতী, মনোময়ী ও মণিময়ী—প্রতিমা। স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়—সাত্ত্বিক বিকার; অষ্টাক্ষর মন্ত্র; উন্মীলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা, পক্ষবর্দ্ধিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী ও পাপনাশিনী—মহাদ্বাদশী।

ত্যাজ্য—স্ত্রীপুরুষের স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়া-নিষ্পত্তি—অষ্টাঙ্গ মৈথুন; কৃষ্ণবহির্ম্মুখ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—অষ্টাঙ্গ যোগ; ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, নিদ্রা, জুগুপ্সা, জাতি, কুল ও শীল—অষ্টপাশ মায়া।

নয়

অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুম-দ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ. ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ,

মোদদ্রুমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ—নবদ্বীপধাম ; হোলোদ্ধু-লিতখেদা, বিশদা, প্রোন্মীলদামোদা, সাম্যচ্ছাস্ত্র-বিবাদা, রসদা, চিত্তার্পিতোন্মাদা, শশ্বদ্‌ভক্তিবিনোদা, সমদা ও মাধুর্য্যমর্য্যাদা—নবধা চৈতন্যদয়া ; শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—নবধা ভক্তি ; অর্চ্চন, মন্ত্র-পাঠ, যোগ, যাগ, বন্দন, নাম-সঙ্কীর্ত্তন, সেবা, চিহ্নদ্বারা অর্চ্চন ও বৈষ্ণব আরাধন—নবেজ্যা ; ক্ষান্তি, অব্যর্থকালত্ব, কৃষ্ণেতর বিষয়বৈরাগ্য, মান-শূন্যতা, আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা, নামগানে সদা রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি—প্রীত্যঙ্কুর ; পরমানন্দপুরী, কেশবভারতী ব্রহ্মানন্দ-পুরী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, বিষ্ণুপুরী, কেশবপুরী, কৃষ্ণানন্দপুরী, নৃসিংহতীর্থ, সুখানন্দপুরী—শ্রীচৈতন্য-

প্রেমামর তরুর নয়টী মূল বা নয়জন সন্ন্যাসী ; বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, নৃসিংহ, হয়গ্রীব, মহাবরাহ ও ব্রহ্মা—নববূ্যহ ; ভারত, কিন্নর (কিংপুরুষ), হরি, কুরু, হিরণ্ময়, রম্যক, ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল—খণ্ড বা বর্ষ ; কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবীড় (দ্রুমিল) চমস ও করভাজন—নবযোগেন্দ্র ; বিষ্ণুই পরমতত্ত্ব, বিষ্ণু অখিল-বেদবেদ্য, বিশ্ব সত্য, জীব বিষ্ণু হইতে ভিন্ন, জীব-সমূহ নিত্য হরিসেবক, বদ্ধ ও মুক্তভেদে জীবের তারতম্য, বিষ্ণুপাদপদ্মলাভই জীবের মুক্তি, বিষ্ণুর অপ্রাকৃত ভজনই মুক্তির কারণ, শব্দ বা শ্রুতি, অনুমান ও প্রত্যক্ষই প্রমাণ—মাধ্ব-গৌড়ীয়-প্রমেয় ; পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল ও খর্ব্ব—নিধি।

ত্যাজ্য—কর্ণদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, নাসাদ্বয়, মুখ, পায়ু ও উপস্থ—নবদ্বারে ভোগ।

দশ

দশমূলশিক্ষা অর্থাৎ আম্নায় বাক্যই প্রধান প্রমাণ এবং নয়টী প্রমেয় যথা,—কৃষ্ণস্বরূপ হরিই পরমতত্ত্ব, হরিই—সর্ব্বশক্তিমান্, হরি অখিল রসামৃতসিন্ধু, জীবসকল—হরির বিভিন্নাংশস্বরূপ, তটস্থ গঠনবশতঃ জীবগণ বদ্ধদশায় প্রকৃতি-কবলিত, তটস্থ ধর্ম্মবশতঃ জীব—মুক্ত দশায় প্রকৃতি-মুক্ত, জীব ও জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ, শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন, শুদ্ধ-কৃষ্ণ-প্রীতিই জীবের সাধ্য; মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ,

নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি রাম, রৌহিণেয় রাম, বুদ্ধ ও কল্কি—অবতার ; ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, ভূষণ, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন—অনন্তের দশদেহ ; দশাক্ষর মন্ত্র ; সর্গ, বিসর্গ, স্থান, ঊতি, পোষণ, মন্বন্তর-কথা, ঈশ-কথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয়—দশবিধ পুরাণলক্ষণ ; চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তনুক্ষীণতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু —দশ দশা।

ত্যাজ্য—শুদ্ধ নামতত্ত্ববিৎ সাধুর নিন্দা, দেবতান্তরে স্বতন্ত্র-বুদ্ধি, গুরুর অবজ্ঞা, শ্রুতি-শাস্ত্রের নিন্দা, নামে অর্থবাদ, নাম-বলে পাপ-

বুদ্ধি, শ্রদ্ধাহীনজনে নামোপদেশ, অন্য শুভ-কর্ম্মসহ নামের সাম্যবুদ্ধি, অনবধান ও অহং-মমভাব —দশনামাপরাধ ; ধামপ্রদর্শক শ্রীগুরুর অবজ্ঞা, ধামে অনিত্যবুদ্ধি, ধামবাসী ও পরিক্রমাকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, ধামে বসিয়া বিষয়-কার্য্যাদির অনুষ্ঠান, ধাম-সেবাচ্ছলে নামবিগ্রহের ব্যাবসায়, জড়দেশ ও অন্য দেবতীর্থের সহিত সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, ধামসেবাচ্ছলে পাপাচরণ, নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, ধাম-মাহাত্ম্য-মূলক শাস্ত্রের নিন্দা, ধাম-মাহাত্ম্যকে অর্থবাদ ও কল্পনা জ্ঞান—ধামাপরাধ ; চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পায়ু,পাদ ও উপস্থ—দশেন্দ্রিয়ের

বহির্ম্মুখী সেবা; কায়িক পাপত্রয় (অন্যায়-ভাবে অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ, হিংসা ও পরদার-মর্ষণ), বাচিক পাপ-চতুষ্টয় (কর্কশ বাক্য, মিথ্যা কথা, খলতা ও অসম্বদ্ধ প্রলাপ), মানসিক পাপত্রয় (পরদ্রব্যে লোভ—ধ্যান, অনিষ্ট চিন্তা ও মিথ্যা অভিনিবেশ)।

সমাপ্ত